

ঘ) ব্যক্তি মালিকানাধীন স্থায়ী স্থাপনাবিহীন ভূমি (কৃষি জমি, চারণভূমি, বাগান, লবণ চাষ, পতিত ভূমি ইত্যাদি)

লামা বন বিভাগ

প্রযোজ্য নয়

পাল্লডউড প্ল্যান্টেশন

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	জবরদখলকারীর নাম ও ঠিকানা	জবরদখলকৃত সংরক্ষিত বনভূমি	জবরদখলকৃত সংরক্ষিত বনভূমির তফসিল						বনভূমির জবরদখলের বিবরণ	গৃহীত ব্যবস্থা (মামলা/জেলা প্রশাসনে উচ্ছেদ প্রস্তাব ইত্যাদি আছে কি না)	মন্তব্য	
							মৌজা	সি.এস দাগ	সি.এস খতিয়ান	আর.এস দাগ	আর.এস খতিয়ান	বি.এস দাগ				বি.এস খতিয়ান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বান্দরবান	রোয়াংছড়ি	তারাহা	..	১. অংজাই থু মার্মা পিতা- মৃত নিচাই থু ২. জনাব মংচিং শা পিতা- অংশৈ থু মার্মা ৩. উশেথু পিতা- উথোয়াই চিং ৪. শৈ চাইগ্য পিতা- মৃত-মঞ্চে ৫. মং মেইচিং মার্মা পিতা-চা থোয়াই উ সর্ব সাং- ৩৪০ তারাহা মৌজা, উপজেলা: রোয়াংছড়ি, জেলাঃ বান্দরবান।	৪.৮ ৫ ৩.৩২ ৪ ৫	৩৪০ নং তারাহা	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় এয়াবং কোন জরিপ হয়নি বিধায় তথ্য প্রদান করা গেল না।						বর্তমানে উক্ত স্থানে জবরদখলকারী গণের সেগুন বাগান বিদ্যমান আছে।	৬ নং কলামে বর্ণিত জবরদখলকারীগণের তালিকা অনুযায়ী যথাক্রমে ১৯৭৯-৮০, ১৯৮১-৮২ ও ১৯৮৩-৮৪ ইং সন হতে জেলাপ্রশাসক, বান্দরবান কর্তৃক বন্দোবস্তি নিয়ে ভোগদখল করে আসতে ছিলেন। উক্ত ভূমি ১৯৮৩ ইং তারিখে বন বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ২৭ শে আগষ্ট ১৯৯৮ ইং তারিখ রিজার্ভ ঘোষণা করা হলে জবরদখলকারীগণ বন বিভাগের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক, বান্দরবান বরাবর মিস রিভিশন মামলা দায়ের করেন। মামলাটি জেলা প্রশাসক কর্তৃক খারিজ হলে বন বিভাগ পুনরায় বিভাগীয় কমিশনার বরাবরে মিস রিভিশন মামলা দায়ের করেন। বিভাগীয় কমিশনার মিস রিভিশন মামলাটি খারিজ করলে বন বিভাগ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ভূমি আপীল বোর্ড বান্দরবান আদালতে মিস রিভিশন মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে ভূমি আপীল বোর্ড ২৭/১২/২০০৭ ইং তারিখ মামলাটি খারিজ করে দেন। অতঃপর উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে বন বিভাগ উক্ত আদালতে আপীলের জন্য বিজ্ঞ ডেপুটি সিলিসিটর (রীট), সিলিসিটর উইং, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা মহোদয়ের দপ্তরে ২৫/০২/২০০৯ ইং তারিখ মামলাটি প্রেরণ করেন। উক্ত তারিখের পর আর কোন যোগাযোগ করা হয়নি। ফলে মামলাটি ওখানেই স্থিতাবস্থায় ছিল। বর্তমানে অত্র দপ্তর হতে যোগাযোগ করা হচ্ছে।	
২	বান্দরবান	রোয়াংছড়ি	তারাহা	-	১. উফোচিং পিতা- থুই মং থু মার্মা ২. জনাব খাইসাং স্বামী- উফোচিং ৩. উথোয়াই মং পিতা- উফোচিং	৫ ২ ৫	৩৪০ নং তারাহা	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় এয়াবং কোন জরিপ হয়নি বিধায় তথ্য প্রদান করা গেল না।						বর্তমানে উক্ত স্থানে জবরদখলকারী গণের সেগুন বাগান বিদ্যমান আছে।	৬ নং কলামে বর্ণিত জবরদখলকারীগণের তালিকা অনুযায়ী যথাক্রমে ১৯৭৫-৭৬, ১৯৮১-৮২ ও ১৯৮৩-৮৪ সন হতে জেলাপ্রশাসক, বান্দরবান কর্তৃক বন্দোবস্তি নিয়ে ভোগদখল করে আসতে ছিলেন। উক্ত ভূমি ১৯৮৩ ইং সন জেলা প্রশাসক বান্দরবান কর্তৃক বন বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ২৭ শে আগষ্ট ১৯৯৮ ইং তারিখ রিজার্ভ ঘোষণা করা হলে জবরদখলকারীগণ বন বিভাগের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক, বান্দরবান বরাবর মিস রিভিশন মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে মামলাটি জেলা প্রশাসক খারিজ করে দেন এবং উক্ত ভূমিতে বন বিভাগকে না যাওয়ার জন্য স্থায়ী ভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। বন বিভাগ এ নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আদালত, চট্টগ্রাম বরাবরে মিস মামলা	-

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	রেঞ্জ	বিট	জবরদখলকারীর নাম ও ঠিকানা	জবরদখলকৃত সংরক্ষিত বনভূমি	জবরদখলকৃত সংরক্ষিত বনভূমির তফসিল						বনভূমির জবরদখলের বিবরণ	গৃহীত ব্যবস্থা (মামলা/জেলা প্রশাসনে উচ্ছেদ প্রস্তাব ইত্যাদি আছে কি না)	মন্তব্য	
							মৌজা	সি.এস দাগ	সি.এস খতিয়ান	আর.এস দাগ	আর.এস খতিয়ান	বি.এস দাগ				বি.এস খতিয়ান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
					৪. মংচাউ মার্মা , পিতা: লোয়াইনু মং মার্মা সর্ব সাং- ৩৪০ তারাছা মৌজা, উপজেলাঃ রোয়াংছড়ি, জেলাঃ বান্দরবান।	২ ১৪									দায়ের করে। এ মামলায় বন বিভাগকে শুনানীর দিন অনুপস্থিত দেখাইয়া মামলাটি খারিজ করে দেন। এর পর বন বিভাগ ৮/৬/২০১১ইং তারিখে আবার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম এর নিকট মামলাটি রিভিউ করার জন্য আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে বিগত ২১/১/২০১৫ ইং তারিখ আদালত বন বিভাগ ও বিবাদীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করত: গ্যাজেট, দখল সম্বন্ধে বন বাগান ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে পুন:তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য মামলাটি জেলা প্রশাসক/সেটেলম্যান অফিসার বান্দরবান এর নিকট প্রেরণ করেন। উহার ধারবাহিকতায় উক্ত মামলাটি বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বান্দরবান এর নিকট বিচারাধীন আছে। আগামী ০৫/০১/২০২১ ইং তারিখ শুনানির দিন ধার্য আছে। এই বিষয়ে বন বিভাগ যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।	